যুগান্তর

তারিখ 24 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

শেকৃবির উপরেজিস্ট্রার বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটিতে

বিশ্ববিদ্যালয় আইনের লংঘন

যুগান্তর রিপোর্ট

শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শেকৃবি) ডেপুটি রেজিস্ট্রার চৌধুরী আবদুল্লাহ আল ফারুক। তিনি আগস্টে ঘোষিত বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কৃষিবিষয়ক সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, রাজনৈতিক দলের কমিটিতে পদ গ্রহণ করে ও একই সঙ্গে চাকরিতে বহাল থেকে তিনি শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সুস্পষ্ট লংঘন করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, চৌধুরী আবদুল্লাহ আল ফারুক শেকৃবির প্রশাসনিক ভবনে বসেন। থাকছেনও বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ভবনে। বিএনপির বিভিন্ন সভা-সেমিনারে নিয়মিত অংশ নেন তিনি। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য বিএনপি ঘরানার কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষকদের নিয়ে বৈঠকও করে যাচ্ছেন।

সরকারের গেজেট ২০০১ সালের ৪৬নং আইনের (শেরেবাংলা কৃষি

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৬

শেকৃবির উপরেজিস্ট্রার বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটিতে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকল্পে প্রণীত আইন) ধারা ৪৪-এর (৪) উপধারায় বলা হয়েছে, 'কোনো শিক্ষক কর্মকর্তা বা কর্মচারীর রাজনৈতিক মতামতের ক্ষমতা ক্ষুণ্ন না করিয়া, তাহার চাকরির শর্তাবলী নির্ধারণ করিতে হইবে। তবে তিনি ওউ মতামত প্রচার করিতে পারিবেন না বা তিনি নিজেকে কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সহিত জড়িত করিতে পারিবেন না'। এই আইন অনুসারে কোনোভাবেই চৌধুরী আবদুল্লাহ আল ফারুক বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হতে পারেন না। সংশ্লিষ্টরা জানান, কেউ রাজনৈতিক দলে পদ নিতে চাইলে তাকে কাউন্সিলের আগেই সরকারি চাকরি থেকে ইস্তফা দিতে হবে। এরপর তাকে দলের প্রাথমিক সদস্য পদ নিতে হবে এবং পরে দলের কোনো দায়িত্ব পাওয়ার যোগ্য হবেন। কিন্তু চৌধুরী আবদুল্লাহ আল ফারুক যা স্পষ্টভাবেই লংঘন করেছেন। চৌধুরী আবদুল্লাহ ফারুক বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটিতে পদ পাওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে যুগান্তরকে বলেন, 'আমি এখন অসুস্থ, এ বিষয়ে কথা বলতে পারব না।'

সূত্র জানায়, চৌধুরী আবদুল্লাহ আল ফারুক ছাত্রদল পরিচয়ে তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকারের আমলে শেকৃবিতে অফিসার পদে চাকরি নেন। পরে ডেপুটি রেজিস্ট্রার পদে আসীন হন। তার স্ত্রীও একই বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্রি-বোটানি বিভাগের অধ্যাপিকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামীপন্থী নীল দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. ইসমাইল হোসেন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী ওই কর্মকর্তা একই সঙ্গে দুই পদে বহাল থাকতে পারেন না। আমি জানি না, তিনি কীভাবে এখনও রাজনৈতিক পদ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরেজিস্ট্রার পদে বহাল আছেন।

ভিসি অধ্যাপক ড. মো কামাল উদ্দিন আহম্মদ বলেন, ওই কর্মকর্তার বিষয়ে আমার কাছে এখনও কেউ অভিযোগ করেনি। এছাড়া আমিও বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন দায়িত্ব পেয়েছি, অভিযোগটি এখন খতিয়ে দেখা হবে।